দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বাস্তবতা

দশ বৎসর আগের তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়া আসিয়াছে। পক্ষান্তরে বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার্থী দ্বিগুণ হইয়াছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, চাকুরীর বাজারে বাণিজ্য বিষয়ে ডিগ্রিধারীদের চাহিদা বেশি হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই শাখায় লেখাপড়া করার আগ্রহ বাড়িয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষা ও চর্চায় কিশোর তরুণদের উৎসাহিত করিবার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হইলেও তাহাতে তেমন কোনো ফলোদয় হয় নাই। উল্লেখ্য, সরকার দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞানমেলা আয়োজন করিবার জন্য নিয়মিত বরাদ্দ দিলেও বেশিরভাগ স্কুলেই এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় না। ইহার মানে অবশ্য এই নহে যে, এই কারণেই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। তবে স্কুলসমূহে নিয়মিত বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হইলে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা না বাড়িলেও যাহারা পাঠরত আছে, তাহাদের গুণগত উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যাই কেবল হ্রাস পায় নাই, সার্বিক বিচারে গুণগত মানেরও অবক্ষয় ঘটিয়াছে। বিজ্ঞান এমন একটি বিষয় যেখানে নোট-গাইড মুখস্থ করিয়া পার পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের ছাত্রদের প্রতিটি বিষয় সূত্র-সমীকরণ সঠিকভাবে অনুধাবন করিতে হয়। মেধার চর্চা করিতে হয়। ল্যাবরেটরিতে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অর্জিত বিষয় বুঝিয়া লইতে হয়। সেইজন্য চাই দক্ষ শিক্ষক এবং যথোপযুক্ত বিজ্ঞানাগার। এইকালে স্কুল-কলেজে এই দুইটিরই অভাব। এমতাবস্থায় মান হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞান, বাণিজ্য কিংবা মানবিক শাখায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা কি হারে বাড়িতেছে বা কমিতেছে, তাহার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হইল দেশের প্রয়োজনের সহিত তাহাদের সংখ্যা কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ। লেখাপড়ার উদ্দেশ্য কেবল চাকুরী পাওয়া নহে। আপ্তবাক্য হিসাবে ইহা সুখশ্রাব্য হইলেও বাস্তবে ইহা মূল্যহীন। কাজেই যে বিষয়ে লেখাপড়া করিলে কর্মসংস্থান হইবে, সেই বিষয়েই শিক্ষার্থীরা বেশি আগ্রহী হইবে—ইহাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশে বর্তমানে কি হইতেছে! রসায়নে বা পদার্থবিদ্যায় উচ্চতর ডিগ্রি লইয়া অনেকে ব্যাংকে চাকুরী করিতেছেন। কর্মজীবনের সহিত তাহার লেখাপড়ার কোনো মিলই নাই। এই ধরনের কর্মসংস্থানকে যথার্থ বলা যায় না। এমতাবস্থায় যাহা দরকার, তাহা হইল সঠিক পরিকল্পনা। আগামী দশ বৎসর বা কুড়ি বৎসরের মধ্যে দেশে কোন বিষয়ে কতজন ডিগ্রিধারী লোকের প্রয়োজন পড়িবে, কতজন ইঞ্জিনিয়ার, কতজন ডাক্তার, কোন বিষয়ে কতজন শিক্ষক, কতজন ব্যাংকার প্রয়োজন হইবে—তাহার সঠিক হিসাব-পরিকল্পনা থাকা দরকার। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী মাধ্যমিক পর্যায় হইতে বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেইসঙ্গে প্রতিটি শাখায় শিক্ষার্থীরা যাহাতে মানসম্মত শিক্ষা পায়, তাহারও নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে। বিজ্ঞান শাখায় যে পড়িবে, সে সেইভাবে তৈরি হইবে, যাহাতে ভবিষ্যতে রসায়নবিদ, পদার্থবিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা চিকিৎসক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। দেশের প্রয়োজনে নিজের শিক্ষাকে কাজে লাগাইতে পারে। বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।